শিক্ষা খাতে সংস্কারের সুবাতাস

সুবোধ চন্দ্র ঢালী

শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তার, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়। অতীতের সরকারগুলো তাদের দলীয় আদর্শ ও কোটারি চিন্তা-চেতনার বিস্তারে জাতির সঠিক ইতিহাস বিকৃতিসহ অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা, দলীয়করণ ও দুর্নীতির সর্বোচ্চ বিস্তার ঘটিয়ে শিক্ষার মান ও গতিকে বিপথগামী করেছিল। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে নানা অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা দূর করে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে কার্যকর উদ্যোগ-গ্রহণ করেছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের মূল্যায়নে ২০০৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকার শীর্ষে ছিল। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতা; পদায়ন ও পদোন্নতিতে তদবির, অবৈধ প্রভাব ও অস্বচ্ছতা; স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দেয়া ইত্যাদি। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিয়োগ, পদোন্নতিসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে যোগ্যতা, দক্ষতা ও মেধাকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে একটি ছোট্ট উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। গত সেপ্টেম্বর মাসে রাজস্ব খাতে ১৬ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। লিখিত ও মৌখিক-ব্যবহারিক পরীক্ষাসহ সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে চার দিনের মধ্যে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

অতীতে পত্রপত্রিকা খুললেই শিক্ষা ভবনসহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য দপ্তরগুলোয় নেতিবাচক খবর প্রতিনিয়ত ভেসে উঠত। বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোয় পদায়নকালে তথ্য-উপাত্ত ও যুক্তি-তর্কের ভিত্তিতে যোগ্য ব্যক্তিকে সঠিক জায়গায় পদায়ন করা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইডেন কলেজের অধ্যক্ষসহ সব গুরুত্বপূর্ণ পদে এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

বর্তমান সরকার দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শৃঙ্খল পরিবেশ নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেই সঙ্গে দেশের আনাচে-কানাচে শুধু দলবাজি, অযোগ্য আত্মীয়স্বজনকে চাকরি দেয়া বা ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন করে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাকে অনুৎসাহিত করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মানোন্নয়নে নজর দেয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সরকার সংস্কারমূলক বিভিন্ন নীতিমালা জারি করেছে।

বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি হতে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সভাপতি-সদস্য পদ বাতিল করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০ ভাগ মহিলা কোটা শিথিলের আদেশ জারি করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ উৎসাহিত করার জন্য ১২ মাসের বিএড প্রশিক্ষণকে তিন ও নয় মাসে বিভক্ত করা হয়েছে। তিন মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণসম্পন্নকারী শিক্ষকদের মাসিক ৩৫০ টাকা হারে অতিরিক্ত ভাতা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। বেসরকারি (ইংরেজি মাধ্যম) বিদ্যালয়গুলোয় প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'বেসরকারি (ইংরেজি মাধ্যম) বিদ্যালয় নিবন্ধন বিধিমালা-২০০৭' প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রমকে অধিকতর সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত করার লক্ষ্যে সরকার ২০১০ সাল থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা যথাক্রমে ১ ফেব্রুয়ারি ও ১ এপ্রিল তারিখ থেকে শুরু হবে এবং ফলাফল প্রকাশিত হবে যথাক্রমে ১০ মে ও ১০ জুলাই। ২০০৭ সাল হতে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ব্যবহারিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য কেন্দ্র নির্বাচন, পরীক্ষক নিয়োগ ও পরীক্ষার নম্বর প্রদান বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। গত বছরের এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি (ভোক) এবং এইচএসসি, আলিম, ফাজিল, কামিল ও এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা), এইচএসসি (ভোক) পরীক্ষা নকলমুক্ত পরিবেশে গ্রহণ এবং ত্বরিত সময়ের মধ্যে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। পাসের হার শূন্য, এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে সহায়তা করায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও বাতিল এবং তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বেসরকারি বিদ্যালয় ও কলেজগুলোয় কাঙ্ক্ষিত মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত NTRCA আইন ও বিধিমালার আলোকে ৩য় শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ এবং দ্রুততার সঙ্গে OMR পদ্ধতিতে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে।

গত এক বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বড় সংস্কারগুলোর অন্যতম হলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযুক্তকরণ। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রাথমিক স্তরে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা এবং ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর সমাজ বই সংশোধন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে মাধ্যমিক স্তরে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর বাংলা, ৮ম ও ৯ম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান এবং ৯ম শ্রেণীর পৌরনীতি ও ইতিহাস সংশোধন করা হয়েছে। তাছাড়া এ বছর প্রাথমিক স্তরের জন্য ৩ কোটি ১৩ লাখ এবতেদায়ি স্তরের জন্য ১ কোটি ৮৬ লাখ এবং মাধ্যমিক স্তরের জন্য ১ কোটি ৭৩ লাখ বই ছাপানো হয়েছে। এবারই প্রথমবারের মতো বছরের শুরুতে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ডাটাসিট হালনাগাদকরণ করে একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। একই সঙ্গে দেশের ২৯১টি সরকারি কলেজ-প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট-আলিয়া মাদ্রাসার জন্য প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পৃথক ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া বদলি ও পদায়নের জন্য নীতিমালার খসড়া তৈরি করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করলেও যত্রতত্র ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যাঙের ছাতার মতো বিশ্ববিদ্যালয় গজিয়ে ওঠায় উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এক অরাজক ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এ সরকার বিগত এক বছরে এ অরাজকতার রাশ টেনে ধরতে সক্ষম হয়েছে। এ খাতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ নিয়োগে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সুধীজনের সমন্বয়ে 'সার্চ কমিটি' গঠন করা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শৃঙ্খলা আনার লক্ষ্যে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৭' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ অধ্যাদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত নতুনভাবে বেসরকারিভাবে প্রচার করে জনগণকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য Accreditation Council গঠন সংক্রান্ত আইন-২০০৭ প্রণয়নের বিষয়টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৭ এর ৩০ ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। Islamic University (Amendment) Act, 2007 প্রণয়নের বিষয়টি উপদেষ্টা পরিষদের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। কিন্তু বিগত সময়ে দলীয় লোকদের নিয়োগ, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে কমিশন উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেনি। সরকার যোগ্য ও নিরপেক্ষ শিক্ষাবিদদের নিয়োগের মাধ্যমে কমিশন পুনর্গঠন করেছে। দেশের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন ও সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে কমিশন বিভিন্ন প্রয়াস চালাচ্ছে।

সাম্প্রতিক প্রলয়ঙ্করী সিডরে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ১২টি জেলার দেড় সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকার এসব সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনর্নির্মাণ ও মেরামতের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করে এবং জোরদার মনিটরিংয়ের মাধ্যমে ক্লাস চালুর ব্যবস্থা করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ১২টি জেলার এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার জন্য বোর্ড ফি মওকুফ করা ও বাড়িঘর বিধ্বস্ত ছাত্রছাত্রীদের বই কেনার টাকা প্রদান করে সর্বস্তরের মানুষের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়েছে।

নতুন শতাব্দীতে দেশকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে শিক্ষা খাতে সংস্কারের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে

[সিনিয়র তথ্য অফিসার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়]

তারিখ ... 09 JAN 2008 ...